দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

~~070~~
183

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা কেন?

কথাটা অনেক পুরানো, তবুও পুনরুল্লেখ করতে হয় দুঃখজনকভাবে। কারণ বিষয়টি শুধু পত্র-পত্রিকায়ই থেকে যায়। কোন মহল পদক্ষেপ গ্রহণের কিংবা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসা প্রয়োজন মনে করেননি কখনো। হয়তো অবজ্ঞায় নতুবা অবহেলার বশবর্তী হয়ে। তবে যেটাই হোক, কোনটাই সুখকর নয় আদৌ। যাক, এবার মূল কথায় আসা যাক।

বিষয়টি হচ্ছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রকাশ নিয়ে। প্রত্যেক বছর দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর সর্বমোট চারটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো যথাক্রমে স্কুল বোর্ডের এসএসসি, উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের এইচএসসি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও মাস্টার-এর সমমানের। উভয় শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে শুধুমাত্র ভাষাগত ও ধর্মীয় ব্যবধানই রয়েছে। নতুবা উভয় বোর্ডের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বোর্ড সবকিছুই এ দেশের। উল্লেখ্য, উভয় শিক্ষা বোর্ড একই মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

তবে পার্থক্য শুধু এখানেই যে, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে পাঠদান মুখ্য হিসেবে বিবেচিত হয় আর স্কুল বোর্ডে তা হয় না। এবং মাদ্রাসায় শুধুমাত্র মুসলমানদের ছাত্ররা লেখাপড়া করেন আর স্কুল কিংবা কলেজসমূহে প্রত্যেক ধর্মীয় অনুসারীগণ লেখাপড়া করেন। এ ছাড়া স্কুল বোর্ডে যে বিষয়াদি শিক্ষাদান করা হয় মাদ্রাসা বোর্ডে এর চেয়ে কোনটি কম দেয়া হয় না। বরং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা উর্দু ও ফার্সীর মতো কঠিন দু'টি ভিন্ন ভাষায় জ্ঞানচর্চা করার সুযোগ পান, যা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণের অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ সে সুযোগ হতে স্কুল বা কলেজ বোর্ডের শিক্ষার্থীগণ বঞ্চিত।

পক্ষান্তরে একজন এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার যোগ্যতা রাখেন, মাদ্রাসা হতে (বর্তমান) আলিম উত্তীর্ণ একজন ছাত্রও এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা রাখেন। একজন স্নাতক উত্তীর্ণ ছাত্র যে সমস্ত সরকারী পদে নিয়োগযোগ্য একজন ফাজিল উত্তীর্ণ ছাত্রও সমান যোগ্য উক্ত ক্ষেত্রে। তাই উভয় বোর্ড কিংবা শিক্ষার্থীর মধ্যে তারতম্য এবং একটি হতে অন্যটিকে খাটো করে দেখার যুক্তিসংগত কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

দেখা যায়, এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের বিষয়টিকে দেশের পত্র-পত্রিকাগুলো খুব বেশী গুরুত্ব দেয়। আর সমমানের মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল, আলিম কিংবা ফাজিল কামিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। অনেক পত্রিকায় এ সম্পর্কে কোন সংবাদও দেখা যায় না। দু'একটি পত্রিকা যদিও এগিয়ে আসে তাও তিন-চার দিন করে কিয়দাংশ প্রকাশ করে। অথচ দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেও পত্রিকার জন্য অপেক্ষমান থাকে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজসমূহে যথাসময়ে ভর্তি আহবান করা হয়। এ সময় ভর্তিচ্ছু অনেক মাদ্রাসা ছাত্র এমনও থেকে যান যে, তারা অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কি-না তা-ও অবগত নন। সুতরাং বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা বোর্ড হতে প্রেরিত ফলাফল আনার অপেক্ষায় বা নম্বরপত্র প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেতে করেতেই ভর্তি তারিখ শেষ হয়ে যায়। এমন নজির অনেক পাওয়া যাবে।

এহেন আচরণ বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অবজ্ঞারই নামান্তর। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পত্র-পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট আবেদন করছি, তারা যেন ভবিষ্যতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষাসমূহের ফলাফল যত্নসহকারে জাতীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রদের মানসিক যন্ত্রণামুক্ত রাখেন এবং উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দানে এগিয়ে আসেন।

—কাজী মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম খান